১৮ই অক্টোবর-২০২১ শেখ রাসেল দিবস পালনের ক্ষেত্রে এসএআরপিভি কর্তৃকগৃহীত পদক্ষেপ সমূহের প্রতিবেদন

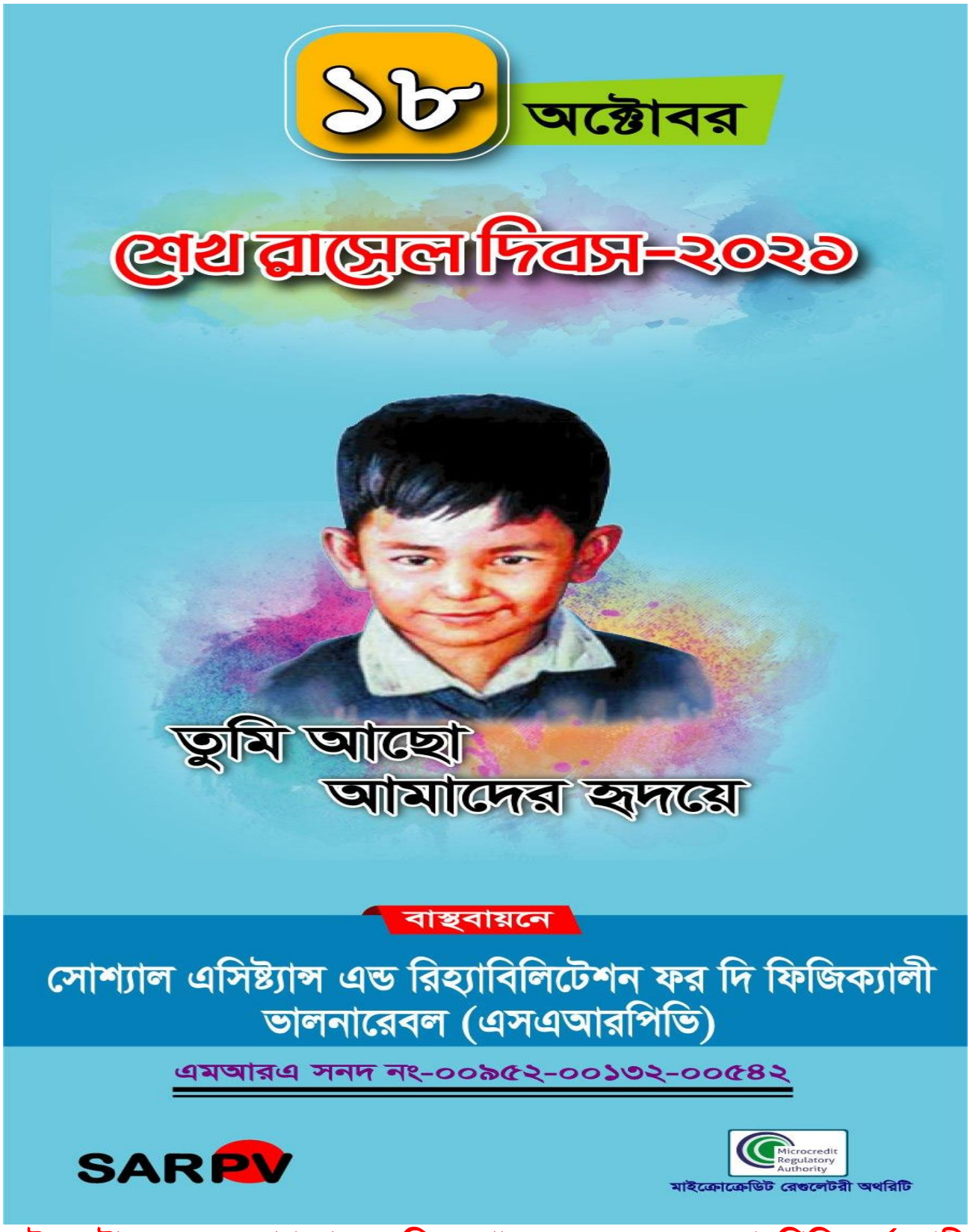

১৮ই অক্টোবর-২০২১ শেখ রাসেল দিবস পালনের ক্ষেত্রে এসএআরপিভি কর্তৃকগৃহীত পদক্ষেপ সমূহের প্রতিবেদন

১৮ই অক্টোবর-২০২১ শেখ রাসেল দিবস পালনের ক্ষেত্রে এসএআরপিভি কর্তৃকগৃহীত পদক্ষেপ সমূহের প্রতিবেদন

‘শেখ রাসেল দীপ্ত জয়োল্লাস,

অদম্য আত্মবিশ্বাস’’

‘শেখ রাসেল দীপ্ত জয়োল্লাস, অদম্য আত্মবিশ্বাস’- এ প্রতিপাদ্য নিয়ে অদ্য ১৮ অক্টোবর প্রথমবারের মতো জাতীয় দিবস হিসেবে দেশব্যাপী জেলা -উপজেলা এবং বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাসগুলোতে যথাযথ মর্যাদায় উদযাপিত হচ্ছে ‘শেখ রাসেল দিবস ২০২১’ তারই অংশ হিসেবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপনের লক্ষ্যে ‘সোশ্যাল এসিষ্ট্যোন্ট এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন ফর দি ফিজিক্যালী ভালনারেবল (এসএআরপিভি)’ বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেন।

আয়োজিত অনুষ্ঠানমালা ও কর্মসূচী সমূহ:

০১ ফ্যাস্টুন দৃম্যমানস্থানে টানানো।
০২ শেখ রাসেল দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা।
০৩ শেখ রাসেল দিবস উপলক্ষে দোয়া মাহফিল।
০৪ Website , Social Medea এ শেখ রাসেল দিবসের প্রচার।
০৫ অন্যান্য:

০১. ফ্যাস্টুন দৃম্যমানস্থানে টানানো

১৮ই অক্টোবর শেখ রাসেল দিবস উপলক্ষে ‘সোশ্যাল এসিষ্ট্যোন্ট এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন ফর দি ফিজিক্যালী ভালনারেবল (এসএআরপিভি)’ ফ্যাস্টুন দৃম্যমানস্থানে টানানোর মাধ্যমে শেখ রাসেল দিবস এর প্রচার করা হয় যার মাধ্যমে ১৮ অক্টোবর প্রথমবারের মতো জাতীয় দিবস হিসেবে পালনে বিভিন্ন অংগ সংগঠন উক্ত দিবস পালনে উদ্বুদ্ধ করা হয়।

ফ্যাস্টুন দৃম্যমানস্থানে টানানোর খন্ড চিত্র।

এসএআরপিভি আঞ্চলিক কার্যালয় এফ্যাস্টুন দৃম্যমানস্থানে টানানোর খন্ড চিত্র।

০২. শেখ রাসেল দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা:

অদ্য ১৮ই অক্টোবর শেখ রাসেল দিবস উপলক্ষে ‘সোশ্যাল এসিষ্ট্যোন্ট এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন ফর দি ফিজিক্যালী ভালনারেবল (এসএআরপিভি)’ আঞ্চলিক কার্যালয় চকরিয়া,কক্সবাজারে শেখ রাসেল দিবস উপেলক্ষে উলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত আলোচনা সভায় জুম কনফারেন্স এর মাধ্যমে প্রধান অথিতি হিসেবে আলোচনা সভায় সংযুক্ত ছিলে জনাব মো: নাজমুল

১৮ই অক্টোবর-২০২১ শেখ রাসেল দিবস পালনের ক্ষেত্রে এসএআরপিভি কর্তৃকগৃহীত পদক্ষেপ সমূহের প্রতিবেদন

হক নেহাল, পরিচালক-কর্মসূচী 'সোশ্যাল এসিস্ট্যোন্ট এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন ফর দি ফিজিক্যালী ভালনারেবল (এসএআরপিভি)' প্রধান কার্যালয়, ৬৮/১ উত্তর আদাবর, আদাবর বাজার রোড, আদাবর, ঢাকা-১২০৭, বিশেষ অথিতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মো: আলমগীর হোসেন, উপ-পরিচালক অর্থ ও প্রশাসন,এসএআরপিভি,চকরিয়া, কক্সবাজার, বিশেষ অথিতি হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন জনাব আব্দুস সামাদ, আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, এসএআরপিভি সঞ্চয় ও ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচী, চকরিয়া, কক্সবাজার এছাড়ার উপস্থিত ছিল বিভিন্ন শাখা থেকে আগত শাখা ব্যবস্থাপক ও অন্যান্য কর্মী বৃন্দ, উক্ত আলোচনা সভাই উপস্থিত সকলে উদ্দেশ্যে জুম কনফারেন্স এর মাধ্যমে সংযুক্ত প্রধান অথিতি ও আগত অথিতি বৃন্দ **শেখ রাসেল দিবস উপলক্ষে শেখ রাসেল এর জীবনী সম্পর্কে বিভিন্ন স্মৃতিচারণ করে বক্তব্য পেশ করে তার জন্ম, নামকরণ, প্রথমিক জীবন ইত্যাদি বিষয় নিয় আলোচনা করেন উক্ত বিষয় সমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো।**

ইতিহাসের পাতা উল্টালে দেখা যাবে অনেক বড় বড় ব্যক্তির নাম কিন্তু সম্মানিত ব্যক্তির নামের তালিকা জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমান সর্বাগ্রে। তিনি স্বাধীন বাংলার স্থাপত্য। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি নাম একটি আদর্শ। তাই বাঙালি জাতি তাকে 'জাতির জনক" হিসেবে সর্বোচ্চ সম্মান দিয়েছে। তিনি বাংলাদেশ ও বাঙালির জাতির গর্ব ও অহংকারের প্রতীক তেমনি শেখ রাসেল ও আমাদের গর্ব ও অহংকার এর প্রতীক। শেখ রাসেল বঙ্গবন্ধু বংশের শুধু প্রদীপ নয় সে ছিল বাঙালি জাতির প্রদীপ এবং এই বাংলার একটি নক্ষত্র।

রাসেলের জন্ম: তখন হেমন্তকাল সময়টা ১৮ ই অক্টোবর ১৯৬৪ সাল। নতুন ফসলের উৎসবে আগমন নতুন অতিথির। এ যেন বাঙালির আনন্দ, বাংলার আনন্দ। ধানমন্ডির সেই ঐতিহাসিক ও ৩২ নম্বর রোডের বাসায় শেখ হাসিনার রুমে রাত দেড়টার সময় শেখ রাসেলের জন্ম হয়। রাসেলের আগমনী পুরো বাড়ি জুড়ে আনন্দের জো য়ার। একটু ব ড়োসড়ো হয়েছিল শিশু রাসেল। জন্মের কিছুক্ষণ পর পরিবারে র সবাইকে রাসেলের কথা জানানো হয়। পরে শেখ হাসিনা এসে ওড়না দিয়ে ভেজা মাথা পরিষ্কার করে দেয়।

রাসেলের নামকরণ : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর এর ছিলেন বিখ্যাত নোবেল বিজয়ী দার্শনিক বাট্রান্ড রাসেল এর ভক্ত। তার অনেক বই তিনি পড়েছেন। বার্ট্রান্ড রাসেল কেবল মাত্র একজন দার্শনিক ছিলেন না বিজ্ঞানী ছিলেন । পরমানবিক যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনের একজন বড় মাপের নেতাও। বিশ্ব শান্তি রক্ষার জন্য বার্ট্রান্ড রাসেল গঠন করেছিলেন- "কমিটি অফ হ্যান্ডয়েড"। রাসেলের জন্ম এর দুই বছর পূর্বেই ১৯৬২ সালে কিউবা কে কেন্দ্র করে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট কেনেডি এবং সোভিয়েতের প্রধানমন্ত্রী ক্রুশেফ এর মধ্যে কূটনৈতিক যুদ্ধ চলছিল। যেটি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলো। ঠিক তখনই বিশ্ব মানবতার প্রতীক হয়ে অভিভূত ছিলেন বিখ্যাত দার্শনিক বাট্রান্ড রাসেল। আর তার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বঙ্গবন্ধু তার কনিষ্ঠপুত্র এর নামকরণ করেন রাসেল।

প্রাথমিক জীবন: তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ঢাকা অঞ্চলের ধানমন্ডি ৩২ নম্বর বঙ্গবন্ধু ভবনে ১৮ ই অক্টোবর ১৯৬৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পাঁচ ভাইবোনের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ। ভাইবোনের মধ্যে অন্য একজন হলেন বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর অন্যতম সংগঠক শেখ কামাল, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা শেখ জামাল এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের রাজনীতিবিদ শেখ রেহানা, শেখ রাসেল ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল ও কলেজের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন।

হত্যাকান্ড: ১৯৭৫ সালের ১৫ ই আগস্ট প্রত্যুষে একদল তরুণ সেনা কর্মকর্তা ট্যাংক দিয়ে শেখ মুজিবুর রহমানের ধানমন্ডি ৩২ নম্বর বাসভবন ঘিরে ফেলে। শেখ মুজিব তার পরিবার এবং তার ব্যক্তিগত কর্মচারীদের সাথে শেখ রাসেলকে হত্যা করা হয়। শেখ মুজিবর এর নির্দেশে রাসেলকে নিয়ে পালানোর সময় ব্যক্তিগত কর্মচারীসহ রাসেলকে

১৮ই অক্টোবর-২০২১ শেখ রাসেল দিবস পালনের ক্ষেত্রে এসএআরপিভি কর্তৃকগৃহীত পদক্ষেপ সমূহের প্রতিবেদন

অভ্যুত্থানকারীরা তাকে আটক করে। আতঙ্কিত হয়ে শিশু রাসেল কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেছিলেন আমি মায়ের কাছে যাব। পরবর্তীতে মায়ের লাশ দেখার পর অশ্রুসিক্ত করেছিলেন আমাকে হাসু আপা (শেখ হাসিনা) কাছে পাঠিয়ে দাও। ব্যক্তিগত কর্মচারী এ এফ এম মহিতুল ইসলাম এর ভাষ্যমতে দৌড়ে এসে আমাকে জাপটে ধরে। আমাকে বলল ভাইয়া আমাকে মারবে না তো? ওর কন্ঠ শুনে আমার চোখ ফেটে পানি এসেছিল । এক সে আমাকে রাইফেলের বাট দিয়ে ভীষণ মারলো। আমাকে মারতে দেখে রাসেল আমাকে ছেড়ে দিল। ও (শেখ রাসেল) কান্নাকাটি করছিল যে আমি মায়ের কাছে যাব আমি মায়ের কাছে যাব। এক ঘাতক এসে ওকে বলল চল তোর মায়ের কাছে দিয়ে আসি। বিশ্বাস করতে পারিনি যে ঘাতকরা এত নির্মমভাবে ছোট্ট শিশুটিকে হত্যা করবে। রাসেলকে ভিতর নিয়ে গেল এবং তারপর ব্রাশফায়ার। মা, বাবা, দুই ভাই, ভাইয়ের স্ত্রী, চাচা সবার লাশের পাশ দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে সবার শেষে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করল রাসেলকে। ওই ছোট্ট বুকটা কি তখন ব্যথায় কষ্টে বেদনায় স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। যাদের সান্নিধ্যে স্নেহ-আদরে হেসে খেলে বড় হয়েছে তাদের নিথর দেহগুলো পড়ে থাকতে দেখে ওর মনের কী অবস্থা হয়েছিল- কী কষ্টই না ও পেয়েছিল!’

উপ-পরিচালক অর্থ ও প্রসাশন এর বক্তব্য কালে

চকরিয়া শাখার শাখা ব্যবস্থাপক এর বক্তব্য কালে

আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক এর বক্তব্য প্রদান কালে

হারবাং শাখার শাখা ব্যবস্থাপক এর বক্তব্য কালে

১৮ই অক্টোবর-২০২১ শেখ রাসেল দিবস পালনের ক্ষেত্রে এসএআরপিভি কর্তৃকগৃহীত পদক্ষেপ সমূহের প্রতিবেদন

বেতুয়া শাখার সহকারী শাখা ব্যবস্থাপক এর বক্তব্য কালে

সিনিয়র মাঠ কর্মকর্তা মনজিল আরার বক্তব্য কালে

আলোচনা সভায় উপস্থিত শ্রোতা বৃন্দ

সহকারী শাখা ব্যবস্থাপক ইকবাল কবির এর বক্তব্য প্রদান কালে।

০৪.শেখ রাসেল দিবস উপলক্ষে দোয়া মাহফিল:-

অদ্য ১৮ আক্টোবর শেখ রাসেল দিবস ও শেখ রাসেল এর জন্মদিন উপলক্ষে জনাব মাওলানা নাছির উদ্দিন এর মাধ্যমে দোয়া মাহফিল পরিচালনা করা হয় একবার সূরা ফাতেহা, তিনবার সূরা ইখ লাছ, দুরুদ পাঠের মাধ্যমে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ঐ কাল রাত্রে নির্মমভাবে নিহত হওয়া শেখ রাসেল এবং জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ সকলের আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন মহান রাব্বুল আলামিন যেন ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ঐ কাল রাত্রে নিহত হওয়া সকলকে শহীদের মর্যাদা দান করে জান্নতুল ফেরদৌস নসিব করেন সেই কামনা করা হয়।

১৮ই অক্টোবর-২০২১ শেখ রাসেল দিবস পালনের ক্ষেত্রে এসএআরপিভি কর্তৃকগৃহীত পদক্ষেপ সমূহের প্রতিবেদন

দরুদ পাঠ করার সময় এর খন্ড চিত্র

মোনাজাত করার সময় এর খন্ড চিত্র

দরুদ পাঠ করার সময় এর খন্ড চিত্র

দোয়া পাঠের খন্ড চিত্র

উপস্থিত শ্রোতাদের মোনাজাত করার সময় এর খন্ড চিত্র

উপস্থিত শ্রোতাদের মোনাজাত করার সময় এর খন্ড চিত্র

১৮ই অক্টোবর-২০২১ শেখ রাসেল দিবস পালনের ক্ষেত্রে এসএআরপিভি কর্তৃকগৃহীত পদক্ষেপ সমূহের প্রতিবেদন

০৫. Website , Social Media এ শেখ রাসেল দিবসের প্রচার:-

১৮ই অক্টোবর শেখ রাসেল দিবস উপলক্ষে 'সোশ্যাল এসিষ্ট্যোন্ট এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন ফর দি ফিজিক্যালী ভালনারেবল (এসএআরপিভি)' কর্তৃকগৃহীত পদক্ষেপ সমূহের প্রচার ও প্রসার এর লক্ষে এসএআরপিভির নিজস্ব ফেসবুক পোইজ এবং এসএআরপিভির Website এ ব্যানার ফ্যাস্টুন এবং অনুষ্ঠান মালার চিত্র সমূহ প্রকাশ করা হয়।

Pacebook Link: https://www.facebook.com/102380336612659/posts/1796040727246603/

Website: www.sarpv.org

Social Media (Facebook) এ শেখ রাসেল দিবসের প্রচার এর খন্ড চিত্র

অন্যান্য: অদ্য ১৮ অক্টোবর ২০২১ আয়োজিত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে উপস্থিত সকলেকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং উপস্থিত সকলকে সরকার কর্তৃক জারিকৃত সকল স্বাস্থ্য বিধি অনুসরণ করে চালার জন্য দিক নির্দেশনা দেওয়া হয় । এছাড়াও ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ঐ কাল রাত্রে নিহত হওয়া শেখ রাসেল এবং জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ সকলের আত্মার মাগফিরাত মাগফিরাত কামনা করে এবং বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানার জন্য দীর্ঘায়ু কামনা করেন অনুষ্টানের সমাপ্তি ঘোষনা করা হয়।

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী

মো: সোয়াইবুল হক
হিসাব ব্যবস্থাক
এসএআরপিভি সঞ্চয় ও ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচী
চকরিয়া, কক্সবাজার।

প্রতিবেদন অনুমোদনকারী

মো: শহীদুল হক
প্রধান নির্বাহী
'সোশ্যাল এসিষ্ট্যোন্ট এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন ফর দি ফিজিক্যালী ভালনারেবল (এসএআরপিভি)
৬৮/১ উত্তর আদাবর, আদাবর বাজার রোড, আদাবর, ঢাকা-১২০৭,